তারিখ 09 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সমকাল

## চসিকের ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবন

# শিক্ষার আগে নিরাপত্তা জরুরি

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) আওতাভুক্ত ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০টি ভবনের মধ্যে ৩৮টিই ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত হওয়ার যে খবর শনিবারের সমকালে প্রকাশ হয়েছে, তা উদ্বেগজনক হলেও বিস্ময়কর নয়। আমাদের মনে আছে, ২০১০ সালের নভেম্বরে চুয়েটের ভূমিকম্প প্রকৌশল ও গবেষণা কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওই জেলার অর্ধেকের বেশি সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবন নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। চসিকেরই সাম্প্রতিক জরিপ প্রমাণ করল, অর্ধযুগেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। আমরা জানি, তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চাইলেই বিদ্যালয় ভবনের বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায় না। তার পরও জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন সংস্কারে পদক্ষেপও নিতে হবে। চট্টগ্রামের ১৬ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী এভাবে নিরাপত্তা সংকটে থাকতে পারে না। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার আগে নিরাপত্তা জরুরি। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জনপদে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবনগুলোর ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে বলি আমরা। বস্তুত এ ব্যাপারে অবিলম্বে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে প্রায় সব বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। সুতরাং পুরনো ভবন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগও জরুরি। পুরনো ভবন সংস্কার এবং নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে যাতে অবহেলা ও নয়ছয় না হয়, সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা জানি, বছরের শুরুতে বই পৌঁছানোর ব্যাপারে বর্তমান সরকার প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু খোদ বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ রেখে কোনো উদ্যোগই ফলপ্রসূ হতে পারে না। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কিংবা উন্নয়ন কাজে কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার এক সর্বনাশা প্রবণতা সাম্প্রতিক দশকগুলোয় আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে। অথচ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সময় বেসরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজে এখনও নিশ্চয় এমন ব্যক্তি রয়েছেন। প্রয়োজন আসলে উদ্যোগের। সেই শুভ উদ্যোগ চট্টগ্রাম থেকেই সূচিত হতে পারে।